JAN. 0 4 20
তারিখ
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

‘বিদ্রোহী’ নেতা-কর্মীরা ছাত্রদল থেকে ‘গণপদত্যাগ’ করবেন

যুগান্তর রিপোর্ট

পিন্টু-লান্টু বিরোধী বিদ্রোহী ছাত্রদল নেতারা ছাত্রদল থেকে একযোগে পদত্যাগ করবেন। পিন্টু-লান্টুর কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে পত্রিকায় বিবৃতি দেয়ার জন্য তাদের প্রতি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশের পরই তারা পদত্যাগের এ সিদ্ধান্ত গত রাতে বিএনপি মহাসচিবকে জানিয়ে দিয়েছেন। 'ছাত্রদের ওপর অছাত্রদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার সর্বমুখী চেষ্টার প্রতিবাদে' ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মহানগরীর দুই হাজার নেতা-কর্মী ছাত্রদল থেকে স্বেচ্ছায় বিদায় নিচ্ছেন। আজ-কালের মধ্যে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে এ ঘোষণা দেবেন। ছাত্রদলের বিদ্রোহী নেতারা বলছেন, বিএনপি মহাসচিবের মধ্যস্থতায় সমঝোতার মাধ্যমে সংকট সমাধানের জন্য গত সোমবার রাতে তারা খালেদা জিয়ার ইচ্ছা অনুযায়ী একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে এসেছিলেন। তাতে তারা বলেছিলেন, তারা কখনও দলের চেয়ারপারসনের নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করেননি। তারা তার নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আস্থাশীল। তারা পিন্টু-লান্টু কমিটির বিরুদ্ধে গত কয়েকদিনের বিক্ষোভে তাদের অংশ নেয়ার কথা অস্বীকার করে বলেছিলেন, আমরা বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে ছিলাম, আছি ও থাকব। ঢাকায় ছাত্রদলের প্রধান চারটি ইউনিট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মহানগরী উত্তর ও দক্ষিণ শাখার সভাপতিরা ওই বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। বিবৃতিটি মঙ্গলবার আবদুল মান্নান ভূঁইয়া বেগম খালেদা জিয়ার কাছে পাঠান। তিনি বলেছিলেন, চেয়ারপারসনের অনুমোদনের পর সেটি পত্রিকায় পাঠানো হবে।

বিদ্রোহী : নেতারা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু গতকাল সকালে তাকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, বিবৃতিটি চেয়ারপারসন অনুমোদন করেননি। দলের সহ-দফতর সম্পাদক এমরান সালেহ প্রিন্স গতকাল বিকেলে বিদ্রোহী ছাত্রদল নেতাদের জানিয়ে দেন যে, খালেদা জিয়া বলেছেন, তাদের বিবৃতির দু'টি বাক্য পরিবর্তন করে দিতে হবে। বিবৃতিতে তাদের পিন্টু-লান্টুর কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলতে হবে, খালেদা জিয়ার সব নির্দেশ তারা মেনে নেবেন। সকালেই বিএনপি মহাসচিব বিদ্রোহী নেতাদের বিকেল ৫টায় তার বাসায় ডেকে পাঠান। তারা সেখানে গেলে আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, আমানউল্লাহ আমান ও নাজিম উদ্দিন আলম তাদের দলীয় নেত্রীর নির্দেশের কথা জানিয়ে বিবৃতি সংশোধন করে দিতে বলেন। তারা তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, এ ধরনের বিবৃতি দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ছাত্রদের প্রতিনিধি হয়ে তারা অছাত্রদের অভিনন্দন জানাতে পারেন না। মহাসচিব তাদের বলেন, ছাত্রদল করতে হলে খালেদা জিয়ার নির্দেশ মানতে হবে। খালেদা জিয়া আহত হন বা সম্মানের হানি হয় এমন কিছু করা যাবে না। তার সম্মান অটুট রেখে সংগঠন করতে হবে। জবাবে বিদ্রোহী নেতারা মহাসচিবকে সরাসরি জানিয়ে দেন, প্রয়োজনে আমরা ছাত্রদল ছাড়ব, তবু পিন্টু-লান্টুকে মেনে নেব না। মহাসচিব তাদের প্রশ্ন করেন, কেন সন্ত্রাসী ঘটনাগুলো ঘটল। তারা বলেন, আমরা এসব সম্পর্কে জানি না। আমানউল্লাহ আমান বলেন, নেত্রীর নির্দেশ মেনে চলতে হবে। তিনি যেভাবে বলেছেন সেভাবে বিবৃতিতে স্বাক্ষর দাও। জবাবে তারা বলেন, বিবৃতি বড় কথা নয়। খালেদা জিয়া ছাত্রদল কর্মীদের মায়ের মতো। মায়ের কাছে প্রয়োজনে আমরা ক্ষমা চাইতে পারি। কিন্তু পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে অছাত্র-সন্ত্রাসীদের অভিনন্দন জানিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে হবে কেন? ক্ষুব্ধ বিদ্রোহী নেতারা তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়ে বলেন, ঠিক আছে, তবে বিএনপির রাজনীতি বিএনপি করুক। অছাত্রদের কাছে ছাত্ররা আজ পরাজিত হল। ছাত্ররা থাকলে যদি বিএনপির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়, বেগম খালেদা জিয়ার রাজনীতির ক্ষতি হয় তবে আমরা আর ছাত্রদলে থাকব না। আমরা খালেদা জিয়ার অনুগত কর্মী হিসাবেই শুধু কাজ করে যেতে চাই। ভবিষ্যতে কোনদিন ছাত্রদলের নেতৃত্বে ছাত্ররা এলে তখন আমাদের ডাকলে আমরা আসব। বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া ছাত্রদল নেতাদের আবেগতাড়িত হয়ে বা মাথা গরম করে সিদ্ধান্ত নিতে নিষেধ করেন। কিন্তু তাতেও লাভ হয়নি। বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পদত্যাগী সাংগঠনিক সম্পাদক এবিএম মোশাররফ হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি সাগীর আহমদ, মহানগরী উত্তরের সভাপতি মামুন হাসান, সাবেক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মনোয়ার হোসেন রানা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রওনাকুল ইসলাম টিপু, সাধারণ সম্পাদক আবদুস সাত্তার, সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা শফিউল বারী বাবু, সাইদুর রহমান নিউটন, সালাহউদ্দিন টুকু, ফরহাদ হোসেন আজাদ, আবদুল বারী ড্যানি, শামসুজ্জামান মেহেদী, আবদুল কাদের জুয়েল, হায়দার আলী খান লেনিন প্রমুখ।